# লেকচার ০৯

## ♦ পদ-প্রকরণ

### পদ প্রকরণ, পদক্রম ও পদের বিন্যাস এবং পদ পরিবর্তন

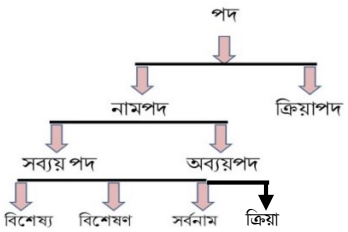


**পদঃ** বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।অর্থাৎ, বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে।

পদের প্রকারভেদ : পদ প্রধানত ২ প্রকার- সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ আবার ৪ প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

- ✧ উৎস বিবেচনায় শব্দ চার প্রকার
- ✧ পদ বিবেচনায় শব্দ আট প্রকার

১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়া-বিশেষণ ৬. অনুসর্গ ৭. যোজক ৮. আবেগ

### ০১.বিশেষ্য পদ

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।যে পদ কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

**বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার-**

| | |
|---|---|
| ১. নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য | (ক) ব্যক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল<br>(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা<br>(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর |
| ২. জাতিবাচক বিশেষ্য | (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ |
| ৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য | বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবন, পানি |
| ৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) | সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল |
| ৫. ক্রিয়া বিশেষ্য (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায় | গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন, দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া |
| ৬. গুণবাচক বিশেষ্য | মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ |

### ০২.বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যের অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

অর্থাৎ, বিশেষণ পদ অন্য কোন পদ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য পদকে বিশেষায়িত করে।

বিশেষণ পদ ২ প্রকার- নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

**১. নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন-

**বিশেষ্যের বিশেষণ :** নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে যাচ্ছে।

**সর্বনামের বিশেষণ :** সে রূপবান ও গুণবান।

**২. ভাব বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোন পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার-

i. **ক্রিয়া বিশেষণ :** ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে এক বার এসো।

ii. **বিশেষণের বিশেষণ:** কোন বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

iii. **নাম বিশেষণের বিশেষণ :** সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

iv. **ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ :** রকেটি অতি দ্রুত চলে।

অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয় পদ বা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে) : ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

**বিশেষণের অতিশায়ন :**

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের একরকম অতিশায়ন প্রচলিত আছে, আবার তৎসম শব্দে সংস্কৃত ভাষার অতিশায়নের নিয়মও প্রচলিত আছে।

ক) বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে চাইতে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন-

গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

ব্যতিক্রম : কখনো কখনো প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে-র কাজ করে। যেমন-

এ মাটি সোনার বাড়া। (সোনার চেয়েও বাড়া)

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে,সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

৩. দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম অধিকতর, ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন-পদ্মফুল গোলাপের চাইতে বেশি সুন্দর।

খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন:

১. দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তর' যোগ হয়

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তম' যোগ হয়। যেমন-গুরু- গুরুতর- গুরুতম-দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম

২. আবার, দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত হয়

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ, অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ, বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠশ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ

## ০৩.সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম পদগুলোকে মূলত ৯ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

| | |
|---|---|
| ১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক | আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা |
| ২. আত্মবাচক সর্বনাম | স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি |
| ৩. নির্দেশক সর্বনাম | এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি |
| ৫. সকলবাচক সর্বনাম | সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ, সর্ব বা পারস্পরিক |
| ৬. প্রশ্নবাচক সর্বনাম | কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে |
| ৭. অনির্দিষ্ট সর্বনাম | কোন, কেহ, কেউ, কিছু |
| ৮. পারস্পারিক সর্বনাম | আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপোসে, পরস্পর |
| ৯. সাপেক্ষ সর্বনাম | যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা |
| ১০. অন্যবাচক সর্বনাম | অন্য, অপর, পর |

## ক্রিয়ার প্রকারভেদ

ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে, বাক্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

**ক. ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার :**

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

**যেমন - ভালো করে পড়াশোনা করবে।**

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া ভাব সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

**যেমন** - ভালো করে পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে।

**অসপাপিকা ক্রিয়া তিন ধরনের : ১. ভূত অসমাপিকা ক্রিয়া, ২. ভাবী অসমাপিকা এবং ৩. শর্ত অসমাপিকা ।**

**যথা :**

ভূত অসমাপিকা : সে গান করে আনন্দ পায়।

ভাবী অসমাপিকা : সে গান শিখতে রাজশাহী যায়।

শর্ত অসমাপিকা : গান করলে তার মন ভালো হয়।

**খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার :**

১. **অককর্ম ক্রিয়া :** বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্মনা থাকলে সেই ক্রিয়াকে অককর্ম কিয়া বলে।

**যেমন** - সে ঘুমায়।

এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই।

২. **সমর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

**যেমন :** সে বই পড়ছে।

এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. **দ্বিকর্মক কিয়া :** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন : শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।

এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

**গ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম :**

১. **সরল ক্রিয়া :** একটি মাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাকে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। .

২. **প্রযোজক ক্রিয়া :** কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন - তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায় - এখানে, 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রজোজক ক্রিয়া।

৩. **নামক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন - বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে - আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো : আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় ; বিশেষণ কম শব্দের সঙ্গে -আ যুক্ত হয়ে হয় কমা: বাজারে সবজির দাম কমছে না ; ধ্বন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে - আনো যুক্ত হয়ে হয় ছপফটানো। জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. **সংযোগ ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষন বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা, প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। করা ক্রিয়া যোগে : গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা, কাটা ক্রিয়া যোগে: সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা, হওয়া ক্রিয়া যোগে; উদয় হওয়া, বড় হওয়া, রাজি হওয়া; দেওয়া ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া; ধরা ক্রিয়া যোগে: ভাঙন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা; পাওয়া ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, খাওয়া ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া, মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া; মারা ক্রিয়া যোগে: উঁকি মারা, পকেট মারা।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া :** অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সড়ে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

## ০৫. ক্রিয়াবিশেষণ

**ক্রিয়াবিশেষণঃ** যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন-
   - টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
   - ঠিকভাবে চলবে কেউ কিছু বলবে না।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: এই ধরনের ক্রিয়াবিশেসণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন-
   - আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের নাম বেশি।
   - যথাসময়ে সে হাজির হয়।

৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন-
   - মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়
   - তাকে কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন-
   - সে এখন যাবে না।
   - তিনি বেড়াতে যাননি।
   - এমন কথা আমার জানা নেই।

৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ: বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন-
   - কি: আমি কি যাব?
   - যে: খুব যে বলেছিলেন আসবে!
   - বা: কখনো বা দেখা হবে।
   - না: একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে।
   - তো: মরি তো মরব।

৬. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
   - একপদী ক্রিয়াবিশেষন: আস্তে, জোরে, চোঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে ইত্যাদি।
   - বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ: ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।

## ০৬.অনুসর্গ

**অনুসর্গ:** যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে।

১. সাধারণ অনুসর্গ
যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বলে। যেমন-
   - উপরে: মাথার উপরে নীল আকাশ।
   - কাছে: কার কাছে গেলে জানা যাবে?
   - জন্যে: হারানো ঘড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।
   - দ্বারা: এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।
   - বনাম: আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।

২. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ
যেসব অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন-
   - করে: ভালো করে খেয়ে নাও।
   - থেকে: ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে পদ্মা নদী পার হতে হয়।
   - দিয়ে: মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।
   - ধরে: বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।
   - বলে: সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

## ৭. যোজকঃ

পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন- এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

১. **সাধারণ যোজক:** এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন-
   - রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
   - জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

২. **বিকল্প যোজক:** এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন-
   - লাল বা নীল কলমটা আনো।
   - চা না-হয় কফি খান।

৩. **বিরোধ যোজক:** এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন-
   - এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।
   - তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

৪. **কারণ যোজক:** এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন-
   - জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
   - বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

৫. **সাপেক্ষ যোজক:** এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
   - যদি রোদ ওটে, তবে রওনা দেব।
   - যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

## ০৮. আবেগ

**আবেগঃ** মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়।
নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো।

১. **সিদ্ধান্ত আবেগ:** এ জাতীয় শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন-
- হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।
- বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

২. **প্রশংসা আবেগ:** এ ধরনের শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
- শাবাশ! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম।
- বাহ্, চমৎকার লিখেছ।

৩. **বিরক্তি আবেগ:** এ ধরনের শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
- ছি ছি! এরকম কথা তার মুখে মানায় না।
- জ্বালা! তোমাকে নিয়ে আজ পারি না!

৪. **আতঙ্ক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন-
- উহ্, কী বিপদে পড়া গেল।
- বাপরে বাপ! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা।

৫. **বিস্ময় আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন-
- আরে! তুমি আবার কখন এলে?
- আহ্ কী চমৎকার দৃশ্য!

৬. **করুণা আবেগ:** এ ধরনের শব্দ করুণা, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন-
- আহা! বেচারার এত কষ্ট।
- হায় হায়! ওর এখন কী হবে!

৭. **সম্বোধন আবেগ:** এ ধরনের শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
- হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
- ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।

৮. **অলংকার আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্যে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
- দুর! এ কথা কি বলতে আছে?
- যাকগে, ওসব কথা থাক।

## বিগত সালে বিসিএস পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

**১. 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!'------ বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক. পদান্বয়ী অব্যয় খ. অনুসর্গ অব্যয় গ. অনন্বয়ী অব্যয় ঘ. অনুকার অব্যয় উত্তর: গ

**২. 'তোমার নাম কী?- এখানে 'কী' কোন প্রকারের পদ?** [৪৫তম বিসিএস]
ক. প্রশ্নবাচক খ. অব্যয় গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষণ উত্তর: গ

**৩. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. জাত খ. গৈরিক গ. উদ্ধত ঘ. গাম্ভীর্য উত্তর: ঘ

**৪. 'এ যে আমাদের চেনা লোক'- বাক্যে 'চেনা' কোন পদ?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. বিশেষ্য খ. অব্যয় গ. ক্রিয়া ঘ. বিশেষণ উত্তর: ঘ

**৫. 'লবন' শব্দের বিশেষ্য কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. নুন খ. লবণাক্ত গ. লাবণ্য ঘ. ললিত উত্তর: ক
ব্যাখ্যা: লবন একটি বিশেষ্য শব্দ। এর বিশেষণ হলো লবনাক্ত।

**৬. 'এ মাটি সোনার বাড়া'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?** [২৭তম বিসিএস]
ক. বিশেষণের অতিশায়ন খ. রূপবাচক বিশেষণ গ. উপাদান বাচক বিশেষণ ঘ. বিধেয় বিশেষণ উত্তর: ক

**৭. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?'- এই বাক্যে 'কী' কোন পদ?** [২৪তম বিসিএস]
ক. বিশেষণ খ. অব্যয় গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উত্তর: গ

**৮. 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।'- এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ?** [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষণের বিশেষণ উত্তর: ক

**৯. তুমি না বলেছিলো আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কি অর্থে?** [২৪তম বিসিএস]
ক. না-বাচক খ. হ্যাঁ-বাচক গ. প্রশ্নবোধক ঘ. বিস্ময়বাচক উত্তর: খ

**১০. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ?** [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়া-বিশেষণ ঘ. বিশেষ্যের-বিশেষণ উত্তর: ক

**১১. যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয়-** [২৩তম বিসিএস]
ক. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য খ. ক্রিয়াবিশেষণ গ. ক্রিয়াবিশেষ্যজাত বিশেষণ ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি উত্তর: খ

**১২. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'- এ বাক্যে 'কী' এর অর্থ-** [২২তম বিসিএস]
ক. ভয় খ. রাগ গ. বিরক্তি ঘ. বিপদ উত্তর: গ

**১৩. ক্রিয়াপদ-** [২১তম বিসিএস]
ক. সব সময়ে বাক্যে থাকবে খ. কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
গ. শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় ঘ. আসলে বিশ্লেষণ থেকে অভিন্ন উত্তর: খ

**১৪. 'পদ' বলতে কি বোঝায়?** [২০তম বিসিএস]
ক. কবিতার চরণ খ. যে কোনো শব্দ গ. প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু ঘ. বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু উত্তর: ঘ

## শিক্ষার্থীদের কাজ

১. "এ যে আমাদের চেনা লোক"- বাক্যে 'চেনা' কোন পদ?
ক. বিশেষ্য খ. অব্যয় গ. ক্রিয়া ঘ. বিশেষণ উত্তরঃ ঘ

২. ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে কি বলা হয় ?
ক. কারক খ. সম্বোধন পদ গ. সম্বন্ধ পদ ঘ. সমাস উত্তরঃ গ

৩. 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।' -এ বাক্যটিকে 'ওগো' শব্দটি কোন জাতীয় অব্যয়?
ক.সম্বোধনসূচক অব্যয় খ.প্রশ্নবোধক অব্যয় গ.উপসর্গ অব্যয় ঘ.অনুকার অব্যয় উত্তরঃ ক

৪. কিসের ভেদে ক্রিয়ার রূপের কোন পার্থক্য হয় না?
ক.বচনভেদে খ.বর্ণনাভেদে গ.অর্থভেদে ঘ.প্রয়োগভেদে উত্তরঃ ক

৫. বিশেষণের অতিশায়ণের উদাহরণ কোনটি?
ক.ধীরে ধীরে বাতাস বহে খ.রকেট অতি দ্রুত চলে
গ.মেঘনা বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী ঘ.নীল আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী মিটিমিট্ করে উত্তরঃ গ

৬. কোন বাক্যে 'শেষ' ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক.আমার সুখের শেষ নেই খ.আমি আপনার শেষ কথা শুনতে চাই
গ.কাজটি শীঘ্র শেষ কর ঘ.সব ভাল যার শেষ ভাল উত্তরঃ গ

৭. কোনটি সমাসবদ্ধ বিশেষণ ?
ক.বেকার যুবক খ.উজ্জ্বল প্রদীপ গ.ঝকঝকে পাত্র ঘ.দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত উত্তরঃ ক

৮. গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা কোন বিশেষ্য ?
ক.সমষ্টিবাচক খ.সংজ্ঞাবাচক গ.ভাববাচক ঘ.গুণবাচক উত্তরঃ খ

৯. বাংলা ভাষায় অব্যয় কতো প্রকার ?
ক.২ খ.৪ গ.৩ ঘ.৬ উত্তরঃ গ

১০. কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ নেই?
ক.এখন যেতে পার খ.শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে
গ.মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন ঘ.এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে উত্তরঃ গ

## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১. পদের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত (খ) বাক্যান্তর্গত (গ) বিভক্তিযুক্ত (ঘ) অর্থবোধক উত্তর: ক

০২. সব্যয় পদ কয় প্রকার?
(ক) পাঁচ প্রকার (খ) চার প্রকার (গ) তিন প্রকার (ঘ) দুই প্রকার উত্তর: খ

০৩. বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বুঝায় তাকে কি বলে?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) ক্রিয়া উত্তর: ক

০৪. বিশেষ্য পদ কয় প্রকার?
(ক) তিন প্রকার (খ) চার প্রকার (গ) ছয় প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার উত্তর: গ

০৫. যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, ভৌগলিক স্থানএবং গ্রন্থের নাম বুঝায় তাকে কি বলে?
(ক) বস্তুবাচক বিশেষ্য (খ) ভাববাচক বিশেষ্য (গ) সংজ্ঞা বাচক বিশেষ্য (ঘ)জাতিবাচক বিশেষ্য উত্তর: গ

০৬. নীচের কোন পদটি ভৌগলিক সংজ্ঞার উদাহরণ?
(ক) আরব সাগর (খ) গীতাঞ্জলী (গ) বই (ঘ) নজরুল উত্তর: ক

০৭. যে পদে কোন উপাদানবাচক পদার্থের নাম বুঝায়, তাকে কি বলে?
(ক) জাতিবাচক (খ) ভাববাচক (গ) সমষ্টিবাচক (ঘ) দ্রব্যবাচক উত্তর: ঘ

০৮. যে পদ দ্বারা কোন এক জাতীয় প্রাণি বা পদার্থের নাম বুঝায়, তাকে কি বলে?
(ক) বস্তুবাচক বিশেষ্য (খ) দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (গ) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (ঘ) জাতিবাচক বিশেষ্য উত্তর: ঘ

০৯. নিচের কোনটি জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ নয়?
(ক) হিমালয় (খ) নদী (গ) পর্বত (ঘ) সমুদ্র উত্তর: ক

১০. বিশেষণ পদ কয়ভাগে বিভক্ত?
(ক) তিন ভাগে (খ) দুই ভাগে (গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে উত্তর: খ

১১. নিচের কোনটিতে ক্রিয়া বিশেষণ আছে?
(ক) দ্রুত চল (খ) করুণাময় তুমি (গ) চলন্ত গাড়ি (ঘ) ভাল মানুষ উত্তর: ক

১২. যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে কি বলে?
(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ (খ) সর্বনামের বিশেষণ (গ) নাম বিশেষণ (ঘ) ভাব বিশেষণ উত্তর: গ

**১৩. কোনটি রূপবাচক নাম বিশেষণের উদাহরণ?**
(ক) দক্ষ কারিগর (খ) তাজা মাছ (গ) কালো মেঘ (ঘ) প্রথমা কন্যা উত্তর: গ

**১৪. নিচের কোনটি ভাববাচক বিশেষ্যের উদাহরণ?**
(ক) পাখি (খ) পানি (গ) বিশ্বনবী (ঘ) শোনা উত্তর: ঘ

**১৫. নিচের কোনটি গুণবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ ?**
(ক) তারুণ্য (খ) গমন (গ) দর্শন (ঘ) সুন্দর উত্তর: ক

**১৬. কোনটি গুণবাচক নাম বিশেষণ?**
(ক) সবুজ মাঠ (খ) চৌকস লোক (গ) তাজা মাছ (ঘ) বেলে মাটি উত্তর: খ

**১৭. 'রোগা ছেলে'- এটা কোন নাম বিশেষণের উদাহরণ ?**
(ক) রূপবাচক (খ) অবস্থাবাচক (গ) গুণবাচক (ঘ) নাম বাচক উত্তর: খ

**১৮. নিচের কোনটি ক্রমবাচক নাম বিশেষণ?**
(ক) দশম শ্রেণি (খ) দশ দশা (গ) পাঁচ শতাংশ (ঘ) অর্ধেক সম্পত্তি উত্তর: ক

**১৯. নিচের কোনটি অংশবাচক নাম বিশেষণ?**
(ক) সত্তর পৃষ্ঠা (খ) বিঘাটেক জমি (গ) সিকি পথ (ঘ) প্রথমা কন্যা উত্তর: গ

**২০. নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক নাম বিশেষণের উদাহরণ কোনটি ?**
(ক) হাজার লোক (খ) খোঁড়া পা (গ) ছাব্বিশে মার্চ (ঘ) হাজার টনী জাহাজ উত্তর: গ

## বাড়ির কাজ

**১. 'অন্তত আমার যাওয়া উচিত' বাক্যটি কোন ধরনের অব্যয়ের উদাহরণ ?**
ক. অব্যয় বিশেষণ খ. 'ত' প্রত্যয়ান্ত অব্যয় গ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় ঘ. অনুসর্গ অব্যয় উত্তরঃ খ

**২. কোন শব্দটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে ?**
ক.সে বই পড়ছে খ.সে গভীর চিন্তায় মগ্ন
গ.সে ঘুমিয়ে আছে ঘ.সে যে চাল চেলেছে তাতে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না উত্তরঃ ঘ

**৩. সর্বনামের পুরুষ কত প্রকার ?**
ক.৪ প্রকার খ.৩ প্রকার গ.৫ প্রকার ঘ.২ প্রকার উত্তরঃ খ

**৪. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন পদের দ্বিরুক্তি?**
ক.বিশেষ্য খ.বিশেষণ গ.ক্রিয়া ঘ.অব্যয় উত্তরঃ ঘ

**৫. কোন বাক্যে 'ভালো' বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক.ভালোকে ভালো বলবো না তো কি? খ.আপন ভালো সবাই চায়
গ.এখনে কি ভালোটা তুমি দেখলে? ঘ.ভলোকে সবাই পছন্দ করে উত্তরঃ খ

**৬. "যত গর্জে তত বর্ষে না ।" বাক্যটিতে যত-তত অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?**
ক.পরিণাম খ.তুলনা গ.বৈপরীত্য ঘ.কোনটিই না উত্তরঃ গ

**৭. নিচের কোনটি অজ্ঞাতমূল ধাতু?**
ক.হের খ.হাস গ.খা ঘ.ঘষ উত্তরঃ ক

**৮. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?**
ক.আন খ.আই গ.আল ঘ.আও উত্তরঃ খ

**৯. 'মন্দকে মন্দ বলতেই হবে।'-এ বাক্যের দুই 'মন্দ' নিম্নের কোনটি?**
ক.বিশেষ্য খ.বিশেষণ গ.প্রথমটি বিশেষ্য দ্বিতীয়টি বিশেষণ ঘ.কোনটিই না উত্তরঃ গ